চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যবলী

চিনিকলের নামঃ কুষ্টিয়া সুগার মিলস্ লিমিটেড।

অবস্থানঃ পোষ্ট ও রেলওয়ে ষ্টেশনঃ জগতি, থানা ও জেলাঃ কুষ্টিয়া।

প্রতিষ্ঠা কালঃ

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ১৯৬১ - ৬২ নির্মাণ কাজ শুরু
পরীক্ষামূলক উৎপাদন ঃ ১৯৬৫ - ৬৬
বাণিজ্যিক উৎপাদন ঃ ১৯৬৬ - ৬৭
উৎপাদন ক্ষমতা ঃ স্থাপিত সময়ে ১০০০০ মেঃ টন/বৎসর
বর্ধিত ২টি মিলিং টেনডেম বসানোর পর ঃ (১৯৬৯ - ৭০) - ১৫২৪০ মেঃ টন/বৎসর

কল এলাকার মোট আয়তন ঃ

২১৬.২৯৬ একর (তন্মধ্যে কারখানার আয়তন ২২.৩৫একর)।

মোট চাষের জমির পরিমান ঃ

১০০.১৩ একর (পরীক্ষামূলক খামার)।

চিনিকল ও প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবি

কেইন ইয়ার্ড

কেইন কেরিয়ার

বয়লিং হাউজ

প্যান স্টেশন

চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো কিকি(ডিলারের মাধ্যমে, ফ্রি সেল, বস্তা, প্যাকেট ইত্যাদি) ?

ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয়, ফ্রি-সেলের মাধ্যমে বিক্রয়, কুপনের আখ চাষী খাতে বিক্রয়, মিল রেশন খাতে বিক্রয় এবং সংরক্ষিত খাত(পুলিশ,বিজিবি ও ফায়ার সার্ভিস খাতে চিনি বিক্রয় করা হয়)।

আখ চাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যা সমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরনের প্রস্তাবনা সমূহ কি কি ?

বর্তমান সার্বিক সমস্যাঃ-

ক) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির অভাব
খ) মাঠ পর্যায়ে জনবল কমে যাওয়া
গ) সময়মত আখের মূল্য প্রদান না করা।
ঘ) উচ্চ ফলনশীল আখের জাতের অভাব।
ঙ) অপেক্ষাকৃত নীচুঁ জমিতে আখের আবাদ।
চ) নিজস্ব জমির মালিক আবাদ না করে লীজ/ প্রান্তিক বর্গার মাধ্যমে আবাদ করানো।
ছ) দক্ষ সিডিএ/সিআইসি-র অবসর গ্রহণ।
জ) পুরাতন মিলের মাড়াই দক্ষতা কমে যাওয়া।

সমস্যা উত্তরণের প্রস্তাবনা সমূহঃ

ক) সময়মত চাষীদের আখের মূল্য প্রদান।
খ) মিলে লোকবল নিয়োগ করা ব্যবস্থা করা।
গ) মিলকে বিএমআরই করার মাধ্যমে আধুনিকি করণ।
ঘ) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি স্বল্পমূল্যে চাষীর মাঝে বিতরণ।
ঙ) উচ্চ ফলনশীল স্বল্পমেয়াদী জাতের উদ্ভাবন।

চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণ সমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধির কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল ? আর কি কি করণীয় ?

চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণ সমূহঃ

ক) স্বল্পমেয়াদী ফসলে চাষীর আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া।
খ) সময়মত আখের মূল্য পরিশোধ না করা।
গ) মিলের যান্ত্রিক গোলযোগ।
ঘ) শ্রমিক স্বল্পতা এবং শ্রমিকের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া।
ঙ) উচ্চ ফলনশীল জাতের অভাব।
চ) নিজস্ব জমির মালিক আখ আবাদ না করা এবং প্রাপ্তিক চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া।

উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে নিম্নরূপঃ

ক) আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

খ) আধুনিক কলা-কৌশল প্রয়োগ করে চাষীর জমিতে আখের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গ) আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক সিডিএ, সিআইসি ও চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) ব্যক্তিগত চাষী যোগাযোগ, উঠান -বৈঠক, দলীয় সভা ও চাষী সভা করা হয়েছে।

ঙ) ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ(বিশুদ্ধ বীজ, সার ও কীটনাশক) প্রদান।

আরো করণীয় নিম্নরূপঃ

ক) আখের মূল্য আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

খ) মাঠ পর্যায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে হবে।

গ) চাষী, সিডিএ,সিআইসি ও কৃষি বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) নতুন নতুন প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে আখ চাষে চাষীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

স্থানীয় ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। আর কি কি গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্থানীয় ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে নিম্নরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক) ব্যাক্তিগত চাষী যোগাযোগ,উঠান- বৈঠক, দলীয় সভা এবং চাষী সভা করে আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করণ।

খ) ই-পুর্জি, ই-গেজেট বাস্তবায়ন এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখ চাষীদের মূল্য প্রদান।

গ) মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে পুর্জির তথ্য প্রদান।

ঘ) ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ(বিশুদ্ধ বীজ,সার ও কীটনাশক) বিতরণ।

ঙ) প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে শস্য কর্তন করে ফলাফল প্রদর্শন করণ।

চ) আখ চাষীদের শিক্ষা সফর করা।

ছ) আখ চাষীদের নিয়ে মাঠ দিবস ও খামার দিবস পালন।

জ) আখ চাষে আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক চাষী প্রশিক্ষণ প্রাদান।

ঝ) বিএসআরআই এর বৈজ্ঞানীক কর্তৃক আখ চাষে উন্নত কলাকৌশল বিষয়ক চাষী, সিডিএ ও সিআইসিদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঞ) সার্বক্ষণিক চাষীদের আখ ফসল তদারকী ও পরামর্শ প্রদান।

ট) ডিজিটাল ওজনযন্ত্রের মাধ্যমে আখের ওজন।

ঠ) আখ চাষ বিষয়ক লিফলেট,হ্যান্ড বিল,পোষ্টার বিতরণ।

ড) আখ চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে মাসিক পত্রিকা, ‘‘কুশারবার্তা’’ বিতরণ।

ঢ) আখ চাষীদের সর্বোচ্চ ফলন প্রাপ্তিতে পুরস্কার প্রদান।

ণ) আখ চাষের উপর সিনেমা স্লাইড ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শন।

আর নিম্নরূপভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ক) প্রদর্শনী প্লট স্থাপনে কৃষি উপকরণ যেমন-সার,বীজ কিটনাশক বিনামূল্যে চাষীদের বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

খ) আখ চাষীদের নিয়ে মাঠ দিবস ও খামার দিবস এক মিল থেকে অন্য মিলে করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ) চাষী ,সিডিএ, সিআইসি ও কৃষি বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিএসআরআই এ আখ চাষে উন্নত কলা-কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) আখ চাষে আধুনিক যন্ত্রপাতি বিশেষ করে আখ হারভেষ্টর যন্ত্রের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

ঙ) ব্যাপক ভাবে ফলাফল প্রদর্শনী প্লট প্রদর্শনে অধিক চাষীকে সম্পৃক্ত করণ।

চ) প্রতিটি ইউনিটে ইউনিটে খামার দিবসের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ইক্ষু খেত হতে চিনিকল সমূহে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানের ? এ বিষয়য়ে চিনিকলের পক্ষ হতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে(ছবিসহ)।

ইক্ষু খেত হতে চিনিকল সমূহে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানেরঃ

চিনিকলের কেন্দ্র হতে মিল পর্যন্ত রাস্তা মোটামুটি ভাল কিন্তু ইক্ষু খেত হতে কেন্দ্র পর্যন্ত ফিডার রোড গুলো কাঁচা এবং সরু।

চিনিকলের পক্ষ হতে নিম্নরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ফিডার রোড গুলো গর্ত ভরাট ,ড্রেসিং ও মাটি ফেলে ইক্ষু পরিবহনের উপযোগী করা হয়েছে।

ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিষ্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমণের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে(ছবিসহ)।

ক) ডিজিটাল ওজনযন্ত্রের মাধ্যমে আখের ওজন।
খ) মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে পুর্জির তথ্য প্রেরণ।
গ) স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আখ সরবরাহের জন্য পাবলিক ট্রাক ভাড়া করে আখ পরিবহনে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিনি বিপণনের সমস্যা সমূহ কিকি? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়?

চিনি বিপণনে সমস্যা সমূহ।

মালিকাধীন কোম্পানীর চিনির মূল্য কম থাকায় চিনি বিক্রয় করা যায় না। অত্র মিলের ডিলারদের বরাদ্দকৃত চিনি উত্তোলন না করা। আমদানীকৃত র-সুগারের ভ্যাট কর বেশি করা। চিনি বিক্রয়ের জন্য গুনগতমানের উপর ব্যপক প্রচার করা। মিলের নির্ধারিত মূল্যে চিনি বিক্রয়ের জন্য জনগনের দারে দারে পৌঁছায়ে দেয়া।

চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য(আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার সাফল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ।

ক) আখ চাষ উপযোগী জমিতে আখ চাষ বাড়ানো হয়েছে। আখের সাথে সাথী ফসল হিসেবে আখ কর্তনের পর মুশুরের আবাদ করা হয়েছে।
খ) চিনিকল অধীন অনাবাদী জমিতে পেঁপে, লেবু, পেয়ারা, আম প্রভৃতি ফলের গাছ লাগোনো হয়েছে।
গ) অনাবাদী নিচু জমিতে বিভিন্ন জাতের কচুর আবাদ করা হয়েছে।
ঘ) অনাবাদী উচুঁ-নিচুঁ জমিতে নারকেল গাছ (ভিয়েতনাম) লাগানো হয়েছে।
ঙ) রাসত্মার দুই পার্শ্বে পেঁপে ও সজিনা গাছের চারা লাগানো হয়েছে।
চ) অনাবাদী উর্বর জমিতে ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করা হয়েছে।
ছ) অনাবাদী জমিতে বিভিন্ন ধরণের সবজী যেমন-লাউ, কুমড়া,সীম পুঁইশাক প্রভৃতির আবাদ করা হয়েছে।ফলে চিনিকলের অনাবাদী জমি চাষের আওতায় এনে মিলের আয়ের উৎস বাড়ানো হয়েছে।

চিনির বাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

কি কি বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্ন হয় ? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমান এবং বিক্রির পরিমান ও আয়ের পরিমান কত ?

চিনির বাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহারঃ

অত্র চিনিকলে বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে চিটাগুড়,মোলাসেস কেক, প্রেসমাড ও ব্যাগাছ উৎপাদন করা হয়। ১০ বছরের উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমান ও বিক্রি ও আয়ের তথ্য নিম্নরুপ ছকে দেখানো হলোঃ

ক্রঃ নং	বাই প্রোডাক্ট এর নাম	১০ বছরে মোট উৎপাদন (মেঃটন)									
		২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮
১.	চিটাগুড়	৩১৫৭.০২	১২৭৬.৭১	১৯৩২.৭১	১৪২০.৮৮	২৭৩০.৯৮	৩৮৩৪.৬৪	২২৮২.২৫	১৫৭০.৯০	১৩৪৯.৩৩	১৬৮৪.১০
২.	প্রেসমাড	১৮৪১.৭৬৩	৭২৬৬.৫৭৮	১২৭৪.০৫৩	৯৭৯.০৬০	১৮৯০.৮১৭	২৬৫৫.৪৮৮	১৫৬৭.১৯৭	১০৯০.৪৩৭	৯২৮.৬১৩	১১৫৮.৭৬৭

৩.	ব্যাগাছ	২৭২৩৫.৭৬৮	২১০৩৮.৭৯০	১৬৩২৯.২৮২	১২০৪৬.৩৮১	২৩০৯৫.৪৭৬	৩২৯৫৮.৭৩০	১৯৪১৬.১৫২	১৩৩৯৫.৬৭০	১১৩৬৭.০৪১	১৪২৫৯.১৬
		১০ বছরে মোট বিক্রয় (মেঃটন)									
		২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮
১.	চিটাগুড়	৫৯১০.১১	৪৬৫.৫৬	১৭০২.৯৪	৬৬১.১৭	৩২৯৫.৬৬	৩০৮৫.৫৩	২৯৩৫.৭৫	২৩৯৩.২৪	২৪৯৪.৭৫	১০০২.৬৫
২.	প্রেসমাড										
৩.	ব্যাগাছ										
		১০ বছরে মোট আয় (লক্ষ টাকা)									
		২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮
১.	চিটাগুড়	৪৫৩.৭০	৮৪.২১	৩০৯.৭৪	৩৩.৭২	২২৯.১৬	২১৩.৬৯	২৪৭.২৬	৩২৫.২২	৪২৪.৮২	১৬৮.১৮
২.	প্রেসমাড	১.৬৫	০.১০	১.০৮	১.১০	-	৩.৮২	-	২.৫৫	১.২৫	০.৮৬
৩.	ব্যাগাছ	০.৬৩	০.৫৩	-							

দক্ষ জনবল তৈরীতে গৃহীত উদ্যোগসমূহ কিকি ?

বাসত্মব প্রশিক্ষণ প্রদান বা সাময়িকভাবে চুক্তি/অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল কানামনা ভিত্তিক কাজ করানোর মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর উদ্যেগ গ্রহন করা হচ্ছে।

চিনিকলের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য কিকি সুবিধা রয়েছে ?

অত্র চিনিকলে কর্মরত শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেও জন্য চিকিৎসা,যাতায়াত ও আবাসন সুবিধা নিম্নরুপঃ-

অত্র চিনিকলের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা সেবা দানের জন্য একজন সিঃ ডিসিএমও দ্বারা চিকিৎসা সেবা দান করা হয়। এছাড়া আবাসনের চাহিদা মোতাবেক,এমডি বাংলো,অতিথি ভবন সহ ডি-টাইপ,ই-টাইপ,এফ-টাইপ,পি-টাইপ সহ বিভিন্ন মডেলের বিল্ডিং এর মাধ্যমে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষ যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ ভবনে শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাদের নামাজের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়ের লেখা পড়ার জন্য প্রাথমিক স্কুল ও মক্তবের ব্যবস্থা করা রয়েছে।

চিনিকলে সিবিএর সংখ্যা এবং তাদের সদস্য সংখ্যা কত ?

সিবিএ এর সংখ্যা ০১(এক) এবং তাদের সদস্য সংখ্যা ১১(এগার) জন।

চিনিকল হতে প্রতিবছর কি পরিমান অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য)?

২০০৮-২০০৯ সাল হতে ২০১৭-২০১৮ সাল পর্যন্ত (১০ বছর) বাজস্ব খাতে জমার বিবরণী নিম্নরুপঃ-

ক্রমিক নং	বৎসর	ভ্যাট ও কর (লক্ষ টাকায়)	টার্ন ওভার ট্যাক্স (লক্ষ টাকায়)	মোট রাজস্ব প্রদান (লক্ষ টাকায়)
০১	২০০৮-০৯	১৪৪.৮৭	-	১৪৪.৮৭
০২	২০০৯-১০	৪২.৪০	১৬.১৫	৯৮.৫৫
০৩	২০১০-১১	৮১.৮৪	১২.১৭	৯৪.০১

০৪	২০১১-১২	১৪.০৪	০৩.৬১	১৭.৬৫
০৫	২০১২-১৩	৫৯.৪১	০৩.৬২	৬৩.০৩
০৬	২০১৩-১৪	৫৬.২৪	০৩.৬৯	৫৯.৯৩
০৭	২০১৪-১৫	৬৪.০৯	০৫.৭০	৬৯.৭৯
০৮	২০১৫-১৬	১১৩.১৯	২১.৭০	১৩৪.৮৯
০৯	২০১৬-১৭	১২৭.০৫	০৮.৪৫	১৩৫.৫০
১০	২০১৭-১৮	৬৫.৭৮	১০.৬৩	৭৬.৪১
	মোট টাকা	৭৬৮.৯১	৮৫.৭২	৮৫৪.৬৩

বর্তমান চিনিকল সমূহের আধুনিকায়নের জন্য কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? গ্রহণ করা হলে সেগুলোর সবিস্তার বর্ণনাসহ উপস্থাপন করুন।

কুষ্টিয়া সুগার মিলস্ লিঃ এর আধুনিকায়ন করার জন্য অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

গবেষণা

চিনিকল আধুনিক গবেষণাগার রয়েছে কি? যদি না থাকে সে বিষয়ে কিকি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করুন।

কুষ্টিয়া চিনিকলের কারখানা বিভাগের রসায়ন শাখার ল্যাবরেটারী মিল স্থাপনের সময়(১৯৬৫-৬৬) স্থাপিত হয়েছে। অদ্যাবধি গবেষনাগারটি আধুনিকায়ন করা হয়নি। বর্তমানে অত্র মিলে আধুনিক গবেষনাগার নেই। গবেষনাগারটি আধুনিকায়ন করার জন্য নিম্মোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। আধুনিক সুবিধা সম্মিলিত ল্যাবরেটারী বিল্ডিং স্থাপন করা প্রয়োজন।

২। সুগার সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণের জন্য স্পেক্টোফটোমিটার, ডিজিটাল পোলারীমিটার, মাফল্ ফার্নেস, ল্যাবরেটরী ওভেন, ডিজিটাল বেঞ্চ টাইপ পিএইচ মিটার, এনালাইটিক্যাল ব্যালেন্স, সাকশন ফিল্টার, ব্যাগাছ ডাইজেষ্টর, অটোমেটিক হিটিংপ্লেট, ময়েশ্চার এনালাইজার, এয়ার এক্সঝস্টর, মিনি ডিষ্টিলেশন প্লান্ট, ল্যাব সেন্ট্রিফিউজিং মেশিন ইত্যাদি সংযোজন করা প্রয়োজন।

৩। আধুনিক গবেষনাগার পরিচালনার জন্য সুগার টেকনোলজিষ্ট তৈরীতে রসায়নবিদদের উচ্চ গবেষনার নিমিত্তে বিদেশে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন।

পরিবেশ সুরক্ষা

চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কিকি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?

নিম্নরুপভাবে চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় অত্র মিলের পক্ষ হতে প্রতি বছর ফলজ,বনজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপন করা হয়। এছাড়া প্রতি বছর সৃষ্ট বর্জ্য যথাযথভাবে ৩টি লেগুনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে যাতে পরিবেশের উপর বিরুপ কোন প্রতিক্রিয়া না ঘটে। এছাড়া শ্রমিক,কর্মচারী ও কর্মকর্তা এবং আখ চাষীদের পানি পানের জন্য বিশুদ্ধ পানির প্লান্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।